গোপাল ভাঁড়

বেবী জুন প্রোডাকশনের তৃতীয় নিবেদন

গোপাল ভাঁড়

প্রযোজনা। মধুছন্দা দাস
কাহিনী পরিবর্ধন চিত্রনাট্য পরিচালনা। অমল শূর
চিত্রনাট্যে সহায়তা। মধুছন্দা দাস
সঙ্গীত। রবীন্দ্র জৈন
গীত। চণ্ডীদাস . রামপ্রসাদ . আজু গোঁসাই . অমল শূর [ভারত চন্দ্র অবলম্বনে] . রবীন্দ্র জৈন
নেপথ্যকণ্ঠে। মান্না দে . নির্মলা মিশ্র . সুধীন সরকার . শক্তি ঠাকুর . নির্মল মুখোপাধ্যায়
হেমলতা . সুস্মিতা গুহ এবং রবীন্দ্র জৈন
নৃত্য পরিচালক। শক্তি নাগ
অংশগ্রহণে। বর্ণালী . নবনীতা . তন্দ্রা . শিবানী . তনুশ্রী . সংঘমিত্রা
চিত্রগ্রহণ। শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশনা। সুভাষ সিংহ রায়
সম্পাদনা। তাপস মুখোপাধ্যায়
রূপসজ্জা। ভীম নস্কর
শব্দ। গান ও আবহসংগীত ঃ সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। সহকারী ঃ বলরাম বারুই . পূর্ণ চন্দ্র মিত্র
প্রভাত বর্মণ . অরবিন্দ সেন . কনক ঘোষ . শ্রীদীপ চট্টোপাধ্যায় . ধনঞ্জয় চক্রবর্তী
শব্দপুনর্যোজনা। জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। সহকারী ঃ পাঁচু গোপাল ঘোষ . রবীন চৌধুরী . ভোলা সরকার

পরিস্ফুটন ঃ আর. বি. মেহতা . ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরী প্রাঃ লিঃ। রসায়নাগার ঃ বীরেন গুহ বিশ্বাস . রবীন বন্দোপাধ্যায় . ফণী সরকার . দিলীপ রায় . বংশী রায় . তপেন বোস . দুলাল সাহা
চিত্রপ্রক্ষেপন ঃ সুবল . বিমলেন্দু . অমলেন্দু . নরেশ . বাসুদেব। ধ্বনি প্রক্ষেপণ ঃ মিহির রায়চৌধুরী।

অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ ঃ টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও। তত্ত্বাবধানে ঃ আনন্দমোহন চক্রবর্তী। শব্দধারণ ঃ অনিল দাশগুপ্ত . সৌমেন চট্টোপাধ্যায়। বিভাগীয় সহকারী ঃ বাউরি . বাবাজী। আলো ঃ প্রভাস ভট্টাচার্য ভবরঞ্জন দাস . সুনীল শর্মা . রাম দাস কাহার . তারাপদ মান্না . কালী কাহার . হংসরাজ মৌর্য কিশোর ভট্টাচার্য

সংগঠন পরিচালনা ঃ সন্দীপ পাল . তিলক দাশগুপ্ত . সহকারী ঃ দেবু হালদার। বিশেষ সহকারী ঃ জগদীশ পাল . পঙ্কজ ভট্টাচার্য . দিলীপ দত্ত। ব্যবস্থাপনা ঃ বিজয় দাস
বিশেষ কারিগরী উদ্ভাবনা ঃ রাওকো [বম্বে]

সহকারী বৃন্দ। [পরিচালনা] শংকর রায় . প্রদীপ দাস . সরোজ বকসী . সৌমেন্দ্র নাথ সিংহ বিজন ভট্টাচার্য . মিহির সরকার। [চিত্রগ্রহণ] দেবেন দে . দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। [শিল্পনির্দেশনা] রবি দাশগুপ্ত . জগবন্ধু। [রূপসজ্জা] অজিত . বাচ্চু

সাজসজ্জা। হারু দাস . পরিচ্ছদ সরবরাহ। বি. ব্রাদার্স

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ছবিটি নির্মিত।

স্থির চিত্র। প্রবীর সোম

গোপাল ভাঁড়

মুখবন্ধ

ভারতীয় ইতিহাসে এবং সাহিত্যে রাজা-বাদশার সভায় দরবারে একজন বিদূষক ছিলেন। যেমন দুষ্মন্ত রাজার মাধব্য, আকবর বাদশার বীরবল। বিদূষক রাজা, বাদশার কাজে-কর্মে প্রমোদে, শিল্প-সংস্কৃতি-চর্চায় কিংবা শাসনে নাক গলাতেন, সমালোচক হয়ে।

বাংলার ইতিহাসে তখন স্বর্ণযুগ। ঘটনার ঘনঘটা। বাংলা বিহার উড়িষ্যার মহান অধিপতি মহম্মদ শা বাদশা গাজী কিদবী মহম্মদ আলিবর্দী খাঁ। অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীলমহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তখন রাজত্ব করছেন নদীয়ায়—অগ্রদ্বীপ চক্রদ্বীপ কুশদ্বীপ নবদ্বীপ চার সমাজের সমাজপতি হয়ে। কৃষ্ণনগর তাঁর রাজধানী। পণ্ডিত-গায়ক বিদূষকে তাঁর রাজসভা তখন গমগম করছে—একেবারে নবরত্ন সভা ঃ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রামপ্রসাদ সেন, আজু গোঁসাই, ভারতচন্দ্র রায় প্রমুখ উজ্জ্বল পণ্ডিত কবিদের সঙ্গে ছিলেন গোপাল ভাঁড়—একাই একশ'।

গোপালচন্দ্র নাঈ ঃ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিদূষ কবি ছিলেন জাতে নাপিত। কিন্তু নাঈ কেউ বলতেন না। বলতেন গোপালচন্দ্র ভাঁড়। গোপালচন্দ্র নাঈ কেন ভাঁড় হলেন?

ভাঁড়ের বুৎপত্তিগত তাৎপর্য তাহলে কি অসঙ্গত আচার-আচরণে লোককে যিনি হাসান? তিনি কি ভাঁড়? এ যুগের কমেডিয়ান? নাকি ভারতচন্দ্রের হাসানো চরিত্র, ভাঁড়ু দত্তের ভাঁড়ুই পরে ভাঁড় হয়েছেন? নাকি কুইন এলিজাবেথের বিদূষক [Court-Jester] Grabal Band—একদিন গোপাল ভাঁড় হলেন? কিংবা গোপাল ভাঁড় আদৌ কোনো চরিত্র ছিলেন কিনা—এই নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষকদের মধ্যে মহা বাক্-বিতণ্ডা।

বিতণ্ডা থাক। বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিদূষক গোপাল ভাঁড়কে যুগ যুগ ধরে চেনে। চিনিয়েছে গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত হাসির বুদ্ধিদৃপ্ত গল্পগুলি।

সেইসব প্রচলিত গল্প গাথা ঝাড়াই বাছাই করে ইতিহাস কিংবদন্তী এবং সেইকালের সামাজিক জীবন ও সংস্কারের পটভূমিতে কিছু কল্পনা ভেজাল দিয়ে নির্মিত হয়েছে হাসি-কান্নায় ভরা বিদূষকের জীবন ঃ গোপাল ভাঁড়।

এই প্রসঙ্গে কিছু সাফাই আছে ঃ (১) কাহিনী প্রবন্ধনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও যদি কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রতি কোনো অবহেলা ঘটে থাকে তা অনিচ্ছাকৃত। (২) স্থান-কাল পাত্রানুযায়ী পোষাক-আষাক বাচন কিংবা আচরণের দিকে যথাসাধ্য নজর রাখা সত্ত্বেও কালান্তরের জন্য কিছু ফাঁক-ফোঁকর থেকে গেছে—হয়তো। সুজন এবং রসিক দর্শকের কাছে তারজন্য মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি নির্দ্বিধায়।

গোপাল ভাঁড়

গান। এক

মাঝি রে, ও আমার মন মাঝিরে
কোথায় যাবার তাড়াতাড়ি
নদী যে তোর ঘর বাড়ি
ধীরে সুস্থে চল মাঝিরে
আরে ও আমার মন মাঝিরে
কোথায় যাবার তাড়াতাড়ি
নদী যে তোর ঘর বাড়ি
ধীরে সুস্থে চল মাঝিরে
আরে ও আমার মন মাঝিরে
চৌদিকের শোভা ওরে চোখে মেখে নে
এই সুখ মাঝিরে তুই কোথায় পাবিনে
এই সুখ মাঝিরে তুই কোথায় পাবিনে
দেখতে দেখতে
আরে দেখতে দেখতে শোভা চল মাঝিরে
আরে ও আমার মন মাঝিরে।
সেই মাঝির ব্যথা যে ঐ সইতে পারে
ঝড়ে জলে কভু সে তো হাল না ছাড়ে
ঝড়ে জলে কভু সে তো হাল না ছাড়ে
হাল ধরে
তুই হাল ধরে চল মাঝিরে
ওরে ও আমার মন মাঝিরে
কোথায় যাবার তাড়াতাড়ি
নদী যে ঘর বাড়ি
ধীরে সুস্থে চল মাঝিরে
আরে ও আমার মন মাঝিরে
ধীরে ধীরে চল মাঝিরে
ও অমোর মন মাঝিরে
ধীরে ধীরে চল মাঝিরে
ও আমার মন মাঝিরে
ধীরে ধীরে চল মাঝিরে
ও আমার মন মাঝিরে
ধীরে ধীরে চল মাঝিরে
আরে ও আমার মন মাঝিরে

গান। দুই

কিঁউ চুরাতে হো দেখকর আঁখে
কিঁউ চুরাতে হো দেখকর আঁখে
করগয়ী খেরে দিল মে ঘর আঁখে
কিঁউ চুরাতে হো
লেলিয়া দিলকো কিস সাফা'ইয়ে সে
লেলিয়া দিলকো কিস সাফা'ইয়ে সে
ক্যায়সী হ্যায় তৈরী, ক্যায়সী তেরী
কায়েসী হ্যায় তেরী,
একনজর আঁখে কাটগয়ী মেরে
দিলমে ঘর আঁখে কিঁউ চুরাতে হো
খাককর কিঁউ হো নকস পায়ীকা
খাককর কিঁউ হো নকস পায়ীকা
হাম বিছায়েঁ, হাম বিছায়েঁ, হাম বিছায়েঁ
জমি পর আঁখে।
করগয়ী মেরে দিলমে ঘর আঁখে
কিঁউ চুরাতে হো
দাগে আখের নিকালতে হ্যায় ওহ
দাগে আখের আ-আ-আ
দাগে আখের নিকালতে হ্যায় ওহ
উনকো দে-দো, উনকো দে দো উনকো দে দো
নিকলকর আঁখে
করগয়ী মেরে দিলমে ঘর আঁখে
কিউ চুরাতে হো লেখকর আঁখে
করগয়ী মেরে দিল মে ঘর আঁখে
ও-ও-ও-কিউ চুরাতে হো—

গান। তিন

চারিজাতি কামিনী চারিজাতি
চারিজাতি কামিনী চারিজাতি
পদ্মিনী চিত্রিনী শঙ্খিনী আর হস্তিনী।
চারিজাতি কামিনী চারিজাতি
আহা চারিজাতি কামিনী চারিজাতি
মন দিয়ে শুন সবে কারে কয় পদ্মিনী।
এই মন দিয়ে শুন সবে কারে কয় পদ্মিনী
নয়ন কমল
কুঞ্চিত কুন্তল
নয়ন কমল
কুঞ্চিত কুন্তল
আর মৃদুল মধুর হাসিনী পদ্মিনী
মৃদুল মধুর হাসিনী
দেবদ্বিজে ভক্তি
পতি অনুরক্তি
সুখ নিদ্রা ভগিনী শঙ্খিনী
সুখ নিদ্রা ভগিনী
আর দেহে লোম নাহি হলে
দেহে লোম নাহি হলে
সেই হয় সেই হয় সেই হয় পদ্মিনী
চারি জাতি কামিনী চারি জাতি
চারি জাতি কামিনী চারি জাতি,
দ্বিতীয়াতে শুন সবে কারে কয় চিত্রিনী
দ্বিতীয়াতে শুন সবে কারে কয় চিত্রিনী
শরীর প্রমান
কর্মে ধ্যায়ান
শরীর প্রমান
কর্মে ধ্যায়ান
সর্বদা হাস্য মুখিনী চিত্রিনী
সর্বদা হাস্য মুখিণী
তিন রেখাযুত
কণ্ঠে বিভূষিত
মৃদু মনদ গামিণী।

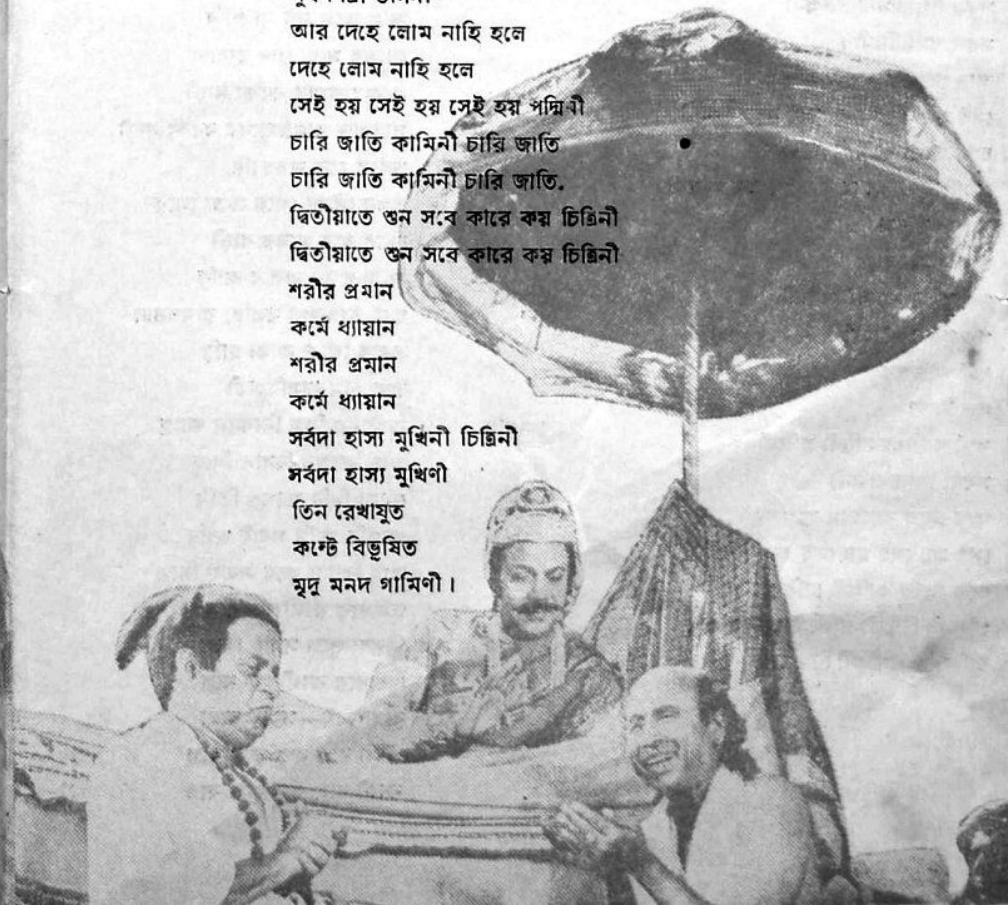

আর দেহে স্কীন লোম হলে
দেহে স্কীন লোম হলে
সেই হয়, সেই হয়, সেই হয় চিত্রিনী
চারি জাতি কামিনী চারি জাতি
চারি জাতি কামিনী চারি জাতি।
পদ্মিনী চিত্রিণী শঙ্খিনী আর হস্তিনী
চারিজাতি কামিনী চারিজাতি
চারিজাতি কামিনী চারিজাতি
এবার শুনো সবে কারে কয় শঙ্খিনী
তৃতীয়াতে শুনো সবে কয় শঙ্খিনী
চরণ দীঘল
শ্রবণ দীঘল
সর্ব্বদা উচ্চহাসিনী শঙ্খিনী
সর্ব্বদা উচ্চহাসিনী।
কর্মে তৎপর
ধর্মে অল্পড়র
সত্বর পথগামিনী শঙ্খিনী
সত্বর পথগামিনী।
আর দেহে অল্পলোম হলে
সেই হয়, সেই হয়, সেই হয় শঙ্খিনী
চারি জাতি কামিনী চারিজাতি
সমাপ্তিতে শুন সবে কারে কয় হস্তিনী
স্থূল শব্দ কর
স্থূল কলেবর
পর পুরুষ গামিনী হস্তিনী
পর পুরুষ গামিনী
ধর্মে নাহিডর
দম্ভ নিরন্তর
সর্ব্বদা মিথ্যাবাদিনী হস্তিনী
সর্বদা মিথ্যাবাদিনী
আর দেহে বহুলোম হলে
সেই হয় সেই হয় সেই হয় হস্তিনী
চারি জাতি কামিনী চারি জাতি
পদ্মিনী চিত্রিনী শঙ্খিনী আর হস্তিনী
চারিজাতি কামিনী চারিজাতি

গান। চার

রামপ্রসাদ । ডুব দেরে মন কালী বলে
রত্নাকরের অগাধ জলে
ডুব দেরে মন কালী বলে
রত্নাকর নয় শূন্য কমন দুচার ডুবে
ধন না পেলে
(তুমি) দম সামর্থে এক ডুবে খাও
কূল কুন্ডলিনীর কূলে
দম সামর্থ্যে এক ডুবে খাও
কূল কুন্ডলিনীর কূলে
ডুব দেরে মন কালী বলে
আজু গোঁসাই । ডুবিসনে মন ঘড়ি ঘড়ি
ডুবিসনে মন ঘড়ি ঘড়ি ঘড়ি ঘড়ি
ডুবিসনে মন ঘড়ি ঘড়ি
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি
ডুবিসনে মন ঘড়ি মড়ি।
অথৈ জলে থই না পাবি
লাভের মধ্যে প্রাণ হারাবি
একে তোমার ককো নাড়ী
মহারাজ রামপ্রসাদের ককো নাড়ী
ডুবলে হবে জ্বরজারি
তখন গোঁতা খেয়ে চেত্তা মেরে
যেতে হবে যমের বাড়ী
কালা তখন করবে আড়ি
তাই ভালকথা বলছি, রামপ্রসাদ
এবার থেকে কালা ছাড়ি
ভজ তুমি রাসবিহারী
গোপাল । অধীনের কিছু নিবেদন আছে
আজু রামের বিবাদ মিছে
শ্যামা যিনি শ্যামও তিনি
আপনি আমি সবাই জানি
তাই বিবাদ ভুলে সবাই মিলে
ডুবদেরে কালীকৃষ্ণ বলে
বিবাদ ভুলে সবাই মিলে
ডুবদেরে কালীকৃষ্ণ বলে
বলো ভাই—সবাই বলো
কালী বলে কভু কৃষ্ণ বলে
কালী বলে কভু কৃষ্ণ বলে

গান। পাঁচ

কি শুনালে গিরিবর
উমা কি ভবনে এলো
ভবের ভবানী আমার
ভুবন ভরিল আলো
উমাশশী না হেরিয়ে
ছিল নয়ন অন্ধ হয়ে
এরে নয়ন তারা নিরখিয়ে
আঁখি মন জুরাইয়া
এই নাকি সেই যে উমা
এখনও যে সংশয় আমার
ছিল উমা চতুর্ভুজা
দশভুজা কবে হইল।

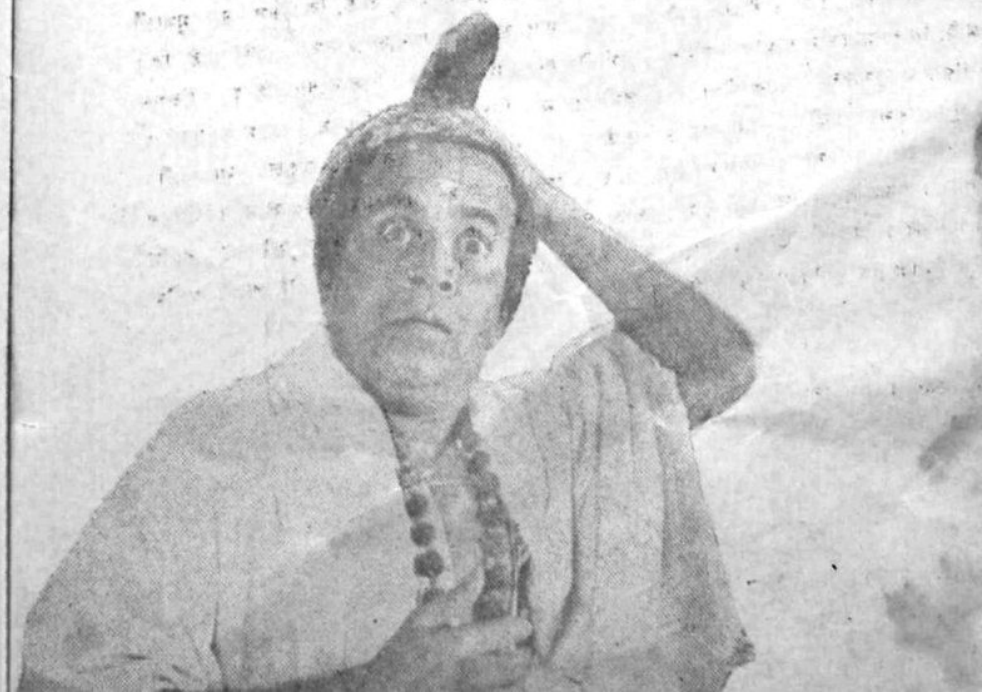

অভিনয়ে

গোপাল ভাঁড় ' সন্তোষ দত্ত . রাজা কৃষ্ণচন্দ্র । সত্য বন্দোপাধ্যায় . বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার । রবি ঘোষ নির্মলকুমার . অসিতবরণ , তরুণকুমার . হরিধন . মৃণাল . শৈলেন

সবিতা বসু . লিলি চক্রবর্তী . নন্দিনী মালিয়া . রত্না ঘোষাল . পদ্মা দেবী . ভারতী দেবী বীণা [বমবে]

লক্ষ্মী . অনামিকা . মীণাক্ষী . দেবিকা . বিউটি . আলপনা . শুক্লা . শুভ্রা . সোণালী . খুকু নীলোফার [বাংলাদেশ]

রূপক . নীহার . মন্মথ . অসীম . গৌর . রসরাজ . সমর . অনু . ননী . মিহির . জীবন গুহ . সুশীল শংকর . সুধাময় . দীপংকর . জীবন . অমিত . সজল . ফকির . অমল . বেচু . শিবু . অমর . বাদল পরিমল . ভীষ্ম . রথীন . দ্বীপেন . দীপংকর . বাঘা . সুবল . সরোজ . ভবতোষ . নিখিল . সমীর শ্যামল . শৈলেশ . গিরীশ . সুধীর . সন্তু . রঞ্জন . স্বরাজ . দেবু . রবীন . মানিক . বেণু . শিবু লালু . নন্দ . পল্টু . রাজ . বিকাশ শূর . সুভাষ সিংহ রায় . অরুণ মুখোপাধ্যায় . অনিরুদ্ধ মাঃ বাপ্পা . সৌম্যজিত

ইন্দু . বকুল . সুমিত্রা . মান্তু . মীরা . যমুনা . রমা . মিঠু . জয়া 'নাট্যচক্র' ও 'সংলাপ'এর সভ্যবৃন্দ প্রমীলা ও জয়শ্রী বোস
এবং
আরও অনেকে

•

কৃতজ্ঞতা স্বীকার । প্রণব বোস । জে. এন বিশ্বাস . চেয়ারম্যান ইউ. আই. বি । এস. এন. মুখার্জী জেনারেল ম্যানেজার . ইউ. আই. বি । নীরেন রায় . ম্যানেজার . শ্যামবাজার শাখা . ইউ আই. বি । ইউ. আই. বি শ্যামবাজার শাখার কর্মীবৃন্দ । সৌরীশ চন্দ্র রায় । শংকর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় । উন্নয়ণ আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ . নাকাশীপাড়া । সমীরেন্দ্র নাথ সিংহ রায় । অনিমেষ . অজয় ভট্টাচার্য ও অজিত শূর . বেথুয়াডহরী । মধু রায় ও মাধাই রায় . গোটপাড়া । অরুণ চন্দ্র মণ্ডল . বাওয়ালী । অমৃত লাল দে . পামিস্ট । দিব্যেন্দু গুহ . বম্বে । সেন জুয়েলার্স । বি. গুহ টেলিফোন । বীরেশ চট্টোধ্যায় । অজয় শূর । এস. এন. রায় , জোড়া সাঁকো । মিঠু চট্টোপাধ্যায় । সুপর্ণা ভট্টাচার্য , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ । নাকাশীপাড়া ও গোটপাড়ার অধিবাসী বৃন্দ । অসিত চৌধুরী । অসীম পাল । অসীম সরকার । ভূপেন্দ্র দত্ত । চীরঞ্জীব ভট্টাচার্য । সুনুদা ।

প্রচার পরিকল্পনা । স্বপন ঘোষ

প্রিবেশনা । বেবী জুন ডিস্ট্রিবিউশন
১।১ লেলিন সরণী, ক'লকাতা ৭০০০১৩
ঃ ২১ ৩২২২

এসডি প্রিন্টার্স । কলি ৬